দা কোড

ফর ক্রাউন প্রসিকিউটারস

অক্টোবর ২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা.......... 2

সাধারণ নীতি.......... 3

প্রসিকিউট (আদালতে অভিযুক্ত) করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া.......... 5

ফুল কোড টেস্ট (সম্পূর্ণ কোড পরীক্ষা করে দেখা).......... 7

থ্রেশোল্ড টেস্ট.......... 12

চার্জগুলি বেছে নেওয়া.......... 14

আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজাল.......... 15

আদালত যেখানে অবস্থিত.......... 16

অপরাধ স্বীকার করা মেনে নেওয়া.......... 17

প্রসিকিউশনের সিদ্ধান্ত আবার বিবেচনা করা.......... 18

ভূমিকা

1.1. প্রসিকিউশন অভ অফেন্সেজ এ্যাক্ট ১৯৮৫-এর সেকশন ১০ অনুসারে, ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনস (DPP), কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটারস (দা কোড) প্রকাশ করে। এটা হচ্ছে এই কোডের অষ্টম সংস্করণ এবং আগেকার সব সংস্করণগুলির বদলে এটা বহাল হবে।

1.2. ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনস হচ্ছে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের (CPS-এর) প্রধান এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস হচ্ছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর প্রধান প্রসিকিউশন সংক্রান্ত পরিষেবা। এ্যাটর্নী জেনারেলের তত্ত্বাবধানের আওতায় ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনস স্বাধীন ভাবে কাজ করে। ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের কাজের জন্য এই এ্যাটর্নী জেনারেলকে পার্লামেন্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

1.3. প্রসিকিউশনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যেসব সাধারণ নীতি প্রয়োগ করতে হবে, সেগুলির সম্বন্ধে এই কোড প্রসিকিউটারদের নির্দেশ দেয়। এই কোডটা প্রধানতঃ হচ্ছে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের প্রসিকিউটরদের জন্য। কিন্তু অন্য প্রসিকিউটাররাও এই কোডটা অনুসরণ করে, হয় তা প্রচলিত রীতির মাধ্যমে নয়ত আইন অনুযায়ী তারা তা করতে বাধ্য বলে।

1.4. এই কোডে:

- রীতিগত ভাবে ফৌজদারী ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্যে যার কথা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে সেই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়ার জন্য "সন্দেহজনক ব্যক্তি" কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে;
- যে ব্যক্তিকে চার্জ করা হয়েছে বা যার উদ্দেশ্যে সমন পাঠানো হয়েছে সেই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়ার জন্য "প্রতিবাদী" কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে;
- যে ব্যক্তি এই অপরাধ করার জন্য দোষ স্বীকার করেছে, অথবা একটা আইনের আদালতে যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়ার জন্য "অপরাধী" কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে।
- যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করা হয়েছে, অথবা যে মামলাটা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে সেই মামলায় সে হচ্ছে অভিযোগকারী অথবা যাকে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রসিকিউট করেছে, সেই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়ার জন্য "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে।

সাধারণ নীতিগুলি

2.1. কোন গণতান্ত্রিক সমাজের অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্রে থাকে প্রসিকিউটারের স্বাধীনতা। প্রসিকিউশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রণালীর অংশ নয় এরকম ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের থেকে প্রসিকিউটাররা স্বাধীন। ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের প্রসিকিউটাররা পুলিশ ও অন্যান্য অনুসন্ধানকারীদের থেকে স্বাধীন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই অবশ্যই প্রসিকিউটারদের তাদের পেশাদারী কর্তব্য করতে পারা উচিত এবং কোন উৎসের থেকে অন্যায় বা অনুচিত চাপ অথবা প্রভাবের থেকে অবশ্যই তারা প্রভাবিত হতে পারবে না।

2.2. কোন ফৌজদারী অপরাধে একজন ব্যক্তি অপরাধী কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের কাজ নয়। তাদের কাজ হচ্ছে নির্ধারণ করা যে ফৌজদারী আদালতের বিবেচনা করে দেখার জন্য চার্জগুলি আদালতের কাছে দাখিল করা উপযুক্ত হবে কিনা। কোন ব্যাপারে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস কিছু নির্ধারণ করলে তা কোন রকমেই কোন অপরাধ বা অপরাধমূলক আচরণ সাব্যস্ত করে না বা সেই দিকে ইঙ্গিত করে না। কোন অপরাধ করা হয়েছে বলে সাব্যস্ত করাটা শুধু একটা আদালত করতে পারে।

2.3. একই ভাবে, ফৌজদারী অপরাধের জন্য চার্জ না করার মানে এই নয় যে একজন ব্যক্তিবিশেষ ফৌজদারী অপরাধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের ভূমিকা নয়।

2.4. প্রসিকিউট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া অথবা আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজাল করার সুপারিশ করা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যেটার প্রভাব, সন্দেহভাজন ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সাক্ষী এবং জনসাধারণের ওপর পড়ে এবং অবশ্যই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এটা করতে হবে।

2.5. সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক অপরাধের জন্য প্রসিকিউট করা এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা নিশ্চিত করা হচ্ছে প্রসিকিউটারদের কর্তব্য। কেসওয়ার্কের সিদ্ধান্ত ন্যায্য, নিরপেক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে নিলে, তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সাক্ষী, সন্দেহভাজন ব্যক্তি, প্রতিবাদী ও জনসাধারণের ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করে। প্রসিকিউটারদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আইন যেন ঠিকমত প্রয়োগ করা হয়, প্রাসঙ্গিক প্রমাণ যেন আদালতের সামনে দাখিল করা হয় এবং বাধ্যতামূলক ভাবে প্রকাশ করার বিষয়টি যেন মেনে চলা হয়।

2.6. যদিও প্রতিটি বিষয় অবশ্যই সেটার নিজস্ব তথ্যের ওপর এবং সেটার বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বিবেচনা করা হবে, তবুও কিছু সাধারণ নীতি আছে যা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

2.7. সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, প্রসিকিউটারদের অবশ্যই ন্যায্য ও বাস্তবমুখী হতে হবে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি, প্রতিবাদী, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা কোন সাক্ষীর জাতিগত বা রাষ্ট্রীয় উৎপত্তি, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিত্ব, বয়স, ধর্ম বা বিশ্বাস, যৌন প্রবৃত্তি বা লিঙ্গের পরিচিতির সম্বন্ধে তাদের ব্যক্তিগত মতামতকে তাদের সিদ্ধান্তের ওপরে অবশ্যই প্রভাব ফেলতে দিতে পারবে না। রাজনৈতিক কারণের থেকেও তারা প্রেরণা পেতে পারবে না। প্রসিকিউটারদের সবসময় অবশ্যই ন্যায়বিচারের স্বার্থে কাজ করতে হবে এবং শুধুমাত্র একটা কনিভকশন (অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া) পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

2.8. প্রতিটি মামলার ব্যাপারে প্রসিকিউটারদের মনোভাব নিরপেক্ষ হতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যতটা সম্ভব ততটা ভাল পরিষেবা দেওয়ার সাথে একই সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও প্রতিবাদীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখাও হচ্ছে তাদের কর্তব্য।

2.9. বর্তমান প্রাসঙ্গিক ইকোয়ালিটি আইনের ক্ষেত্রে, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস হচ্ছে একটি সরকারী কর্তৃপক্ষ। এই আইনে বলে দেওয়া কর্তব্যগুলি পালন করতে প্রসিকিউটাররা বাধ্য।

2.10. একটা মামলার প্রতিটি পর্যায়ে, হিউম্যান রাইটস এ্যাক্ট ১৯৯৮ অনুযায়ী, প্রসিকিউটারদের অবশ্যই ইওরোপীয়ান কনেভনশন অন হিউম্যান রাইটস-এর নীতিগুলি প্রয়োগ করতে হবে। এ্যাটর্নী জেনারেলের প্রকাশ করা নির্দেশাবলী এবং ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনের হয়ে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের প্রকাশ করা নীতি ও নির্দেশ তাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে, যদি না স্থির করা

হয় যে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি আছে| ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের নির্দেশের মধ্যে নির্দিষ্ট অপরাধ ও অপরাধীদের জন্য আরও প্রমাণ সংক্রান্ত ও জনসাধারণের স্বার্থের জিনিষ আছে এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের ওয়েবসাইটে জনসাধারণ এগুলি দেখতে পাবে| তাছাড়াও, প্রসিকিউটারদের অবশ্যই ক্রিমিনাল প্রসিজিওর রুলস ও ক্রিমিনাল প্র্যাক্টিস ডিরেকশনস মেনে চলতে হবে, এবং সেন্টেন্সিং কাউন্সিল গাইডলাইন ও প্রচলিত আন্তর্জাতিক নিয়ম ও কাজের প্রণালী বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে|

2.11. অন্যান্য কিছু সরকারী ডিপার্টমেন্টের হয়ে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রসিকিউট করে| এই সব ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটারদের সেই ডিপার্টমেন্টের মেনে চলতে বাধ্য করার সব প্রাসঙ্গিক নীতিগুলি বিবেচনার মধ্যে নিতে হবে|

2.12. কিছু অপরাধের প্রসিকিউশন হয় ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস করতে পারে নয়ত ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর অন্য প্রসিকিউটাররা করতে পারে| এই ধরনের মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের প্রসিকিউটাররা হয়ত, যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সে ক্ষেত্রে তারা অন্য প্রসিকিউটারদের মেনে চলতে বাধ্য করার প্রাসঙ্গিক নীতি বা প্রসিকিউশনের নীতি বা কোড বিবেচনার মধ্যে নেবে|

2.13. যে ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর আইন আলাদা, সে ক্ষেত্রে প্রসিকিউটারদের অবশ্যই এই কোডটা প্রয়োগ করতে হবে এবং সব প্রাসঙ্গিক নীতি, নির্দেশ অথবা চার্জ করার স্ট্যান্ডার্ড বিবেচনার মধ্যে নিতে হবে|

প্রসিকিউট করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত

3.1. আরও গুরুতর অথবা জটিল মামলার ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটাররা সিদ্ধান্ত নেবে যে কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী অপরাধের জন্য চার্জ করা হবে কিনা এবং যদি তা করা হয়, তাহলে সেই অপরাধটা কি হওয়া উচিত। তাছাড়াও, প্রসিকিউট করার বিকল্প হিসাবে আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজালের সম্বন্ধে প্রসিকিউটাররা পরামর্শ দিতে পারবে অথবা সেটা অনুমোদন করতে পারবে। এই কোড, চার্জ করার সম্বন্ধে ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনস-এর নির্দেশ এবং সব প্রাসঙ্গিক আইন সংক্রান্ত নির্দেশ বা নীতি অনুসারে তারা তাদের সিদ্ধান্ত নেয়। যেসব ব্যাপারগুলি তাদের দায়িত্ব, সেগুলির ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা শুরু করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পুলিশও এই একই নীতিগুলি ব্যবহার করে।

3.2. কোন অপরাধের অভিযোগের সম্বন্ধে তদন্ত করা এবং তাদের সঙ্গতি কি ভাবে ব্যবহার করা হবে তা স্থির করা হচ্ছে পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের দায়িত্ব। কোন তদন্ত শুরু করা হবে কিনা অথবা কোন তদন্ত চালিয়ে যাওয়া হবে কিনা এবং সেই তদন্তে কি কি থাকবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এর মধ্যে থাকবে। তদন্তের সম্ভাব্য সঙ্গত দিক, যে প্রমাণ অবশ্যই যোগাড় করতে হবে, চার্জ করার আগের প্রণালী, প্রকাশ করার পরিচালনা এবং সব মিলিয়ে তদন্ত করার কৌশলের সম্বন্ধে, প্রসিকিউটারদের, পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের পরামর্শ দেওয়া উচিত। ফৌজদারী আচরণের পরিধি এবং যেসব সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে তাদের সংখ্যা আরও স্পষ্ট করে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া এর মধ্যে থাকতে পারে। একটা সঙ্গত পরিমাণ সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পূর্ণ করতে এবং প্রসিকিউশনের মামলাটা সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ভাবে গড়ে তুলতে, এই রকম পরামর্শ পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীকে সাহায্য করে।

3.3. পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের প্রসিকিউটাররা নির্দেশ দিতে পারে না। তবে, ফুল কোড টেস্ট পিছিয়ে দেওয়া উচিত কিনা অথবা সেই পরীক্ষাটা একদমই মেটানো হয়েছে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, যে ধরনের সঙ্গত ব্যাপারে তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা করতে অথবা তথ্য দেওয়ার অনুরোধ মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, তার প্রভাব প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করে দেখতে হবে।

3.4. যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটারদের প্রমাণের দুর্বলতা শনাক্ত করা এবং সেগুলির সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু, থ্রেশোল্ড টেস্ট সাপেক্ষে (সেকশন ৫ দেখবেন), তাদের তাড়াতাড়ি সেই সব মামলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত যেগুলি ফুল কোড টেস্টের (সেকশন ৪ দেখবেন) প্রমাণ সংক্রান্ত পর্যায়টা মেটাতে পারছে না এবং আরও অনুসন্ধান করেও যেটাকে শক্তিশালী করা যাচ্ছে না, অথবা যে ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে জনসাধারণের স্বার্থের দিক থেকে এই প্রসিকিউশনের কোন দরকার নেই (সেকশন ৪ দেখবেন)। প্রসিকিউটাররা প্রধানতঃ প্রমাণ এবং পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের সরবরাহ করা তথ্য বিবেচনা করে, তবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা তার হয়ে যারা কাজ করছে তারাও হয়ত চার্জ করার আগে বা পরে, প্রসিকিটারের কাছে প্রমাণ বা তথ্য জমা দিতে পারে, যাতে সব কিছু জানার পরে সিদ্ধান্ত নিতে প্রসিকিউটারের সাহায্য হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, এটা করার জন্য প্রসিকিউটার সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

3.5. যদি কোন ক্ষেত্রে প্রসিকিউটাররা মনে করে যে প্রসিকিউশন করা হলে আদালতের সেটাকে আদালতের প্রণালীর অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে রায় দেওয়ার খুব বেশী রকম সম্ভাবনা থাকবে এবং সেই ব্যবস্থা নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে, তাহলে প্রসিকিউটারদের সেই প্রসিকিউশনটা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

3.6. পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের কাছ থেকে যেসব বিষয় তারা পাবে, তার প্রত্যেকটি প্রসিকিউটাররা পর্যালোচনা করে দেখবে। পুনর্বিচার করে দেখা হচ্ছে একটা চলতে থাকা প্রণালী এবং সেই মামলাটা গড়ে ওঠার সাথে সাথে পরিস্থিতির যা যা পরিবর্তন হবে তা সবই প্রসিকিউটারদের অবশ্যই হিসাবের মধ্যে নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে যেটাকে প্রতিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থন করা বলা হয়, আরও যেসব সঙ্গত দিকগুলির সম্বন্ধে তদন্ত করে দেখা উচিত, এবং প্রসিকিউশনের মামলার ভিত্তি হয়ত দুর্বল করে দেবে অথবা প্রতিবাদীর দিককে সাহায্য করবে এরকম অব্যবহৃত জিনিষ পাওয়া যায়, তাহলে চার্জগুলিকে বদলাতে হবে অথবা থামিয়ে দেওয়া হবে অথবা প্রসিকিউশনটা চালিয়ে যাওয়া হবে না। যদি কোন মামলা বন্ধ করে দিতে হয়, তাহলে বন্ধ করে দেওয়ার উপায় বেছে নেওয়ার

সময় সতর্ক থাকতে হবে, কারণ ভিক্টিমস রাইট টু রিভিউ স্কীম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থার ওপর এটা প্রভাব ফেলতে পারে। যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে, চার্জগুলি বদলানো অথবা মামলাটা বন্ধ করে দেওয়ার কথা বিবেচনা করার সময়, প্রসিকিউটারদের তদন্তকারীর সাথে পরামর্শ করা উচিত। প্রসিকিউটার ও তদন্তকারীরা ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে, কিন্তু কোন মামলা করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সর্বশেষ দায়িত্ব হচ্ছে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের।

3.7. পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনস রাজী হলে শুধুমাত্র তবেই একটা সীমিত সংখ্যক অপরাধ আদালতের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে। এগুলিকে কনসেন্ট কেস বলা হয়। এই সব ক্ষেত্রে, ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনস, অথবা তার হয়ে কাজ করছে সেরকম কোন প্রসিকিউটার, একটা প্রসিকিউশনের অনুমতি দেবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই কোডটা প্রয়োগ করবে।

3.8. তাছাড়াও কিছু অপরাধ আছে যেগুলিকে শুধু এ্যাটর্নী জেনারেলের অনুমতি পেলে তবেই আদালতে নিয়ে যাওয়া যাবে। এই ধরনের কোন বিষয় এ্যাটর্নী জেনারেলের কাছে পাঠানোর সময় প্রসিকিউটারদের অবশ্যই বর্তমান নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে, প্রসিকিউশন শুরু করার আগে, সেক্রেটারী অভ স্টেটের অনুমতি পাওয়ার দরকার হবে। প্রসিকিউটারদের অবশ্যই চার্জ করার আগে এই অনুমতি পেতে হবে এবং এই সব ক্ষেত্রে সব প্রাসঙ্গিক নির্দেশ প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়াও, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের তত্ত্বাবধান করার এবং তাদের কাজের জন্য পার্লামেন্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হওয়ার অঙ্গ হিসাবে এ্যাটর্নী জেনারেলকে কিছু বিষয়ের ব্যাপারে সমানে তথ্য জানাতে হবে।

ফুল কোড টেস্ট

4.1. কোন ব্যাপার ফুল কোড টেস্টের দু'টি পর্যায় পাস করলে শুধু তবেই প্রসিকিউটারদের একটা প্রসিকিউশনের মামলা শুরু করা অথবা চালিয়ে যাওয়া উচিত। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে যখন থ্রেশোল্ড টেস্টটা হয়ত প্রয়োগ করা হবে (সেকশন ৫ দেখবেন)।

4.2. ফুল কোড টেস্টের দু'টি পর্যায় আছে: (i) প্রমাণ সংক্রান্ত পর্যায়; এবং তারপরে (ii) জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত পর্যায়।

4.3. ফুল কোড টেস্ট প্রয়োগ করা উচিত যখন:

((ক) তদন্তের বাকি থাকা সব দিকগুলির ব্যাপারে কাজ করা হয়েছে; অথবা

(খ) এই তদন্তের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে, কোন প্রসিকিউটার যদি সন্তুষ্ট হয় যে ফুল কোড টেস্টের ওপর আর কোন প্রমাণ ও জিনিষের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই, তা সে প্রসিকিউশনের পক্ষেই হোক বা বিপক্ষেই হোক।ক।

4.4. বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, প্রসিকিউট করার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিনা তা বিবেচনা করার পরেই শুধু প্রসিকিউটারের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে একটা প্রসিকিউশন করা জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ভাল হবে কিনা। তবে, এরকম বিষয় থাকবে যে ক্ষেত্রে সব প্রমাণের পর্যালোচনা করে দেখার আগেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে জনসাধারণের স্বার্থের জন্য কোন প্রসিকিউশন করার দরকার নেই। এই সব ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটাররা হয়ত সিদ্ধান্ত নেবে যে এই মামলাটার আর এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

4.5. প্রসিকিউটারদের শুধু তখনই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যখন তারা সন্তুষ্ট হবে যে অপরাধিত্ব মোটামুটি ভাবে স্থির করা গেছে এবং জনসাধারণের স্বার্থের সম্বন্ধে সব তথ্য জেনে তারা একটা এ্যাসেসমেন্ট করতে পারবে। এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে প্রসিকিউটারদের যদি যথেষ্ট তথ্য না থাকে, তাহলে সেই তদন্তের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং এই সেকশনে বলে দেওয়া ফুল কোড টেস্ট অনুযায়ী পরে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

প্রমাণ সংক্রান্ত পর্যায়

4.6. প্রসিকিউটারদের অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে প্রত্যেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিটি চার্জের জন্য কনিভকশন অর্জন করার একটা বাস্তবিক সম্ভাবনা থাকার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাদের অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে প্রতিবাদীদের কৈফিয়ৎ কি হতে পারে, এবং সেটা কি ভাবে একটা কনিভকশনের সম্ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। যে মামলা প্রমাণ সংক্রান্ত পর্যায়টা পাস না করতে পারে, সেই মামলার অবশ্যই এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়, তা সে যতই গুরুতর বা স্পর্শকাতর হোক না কেন।

4.7. কনিভকশন হওয়ার যে একটা বাস্তবিক সম্ভাবনা আছে সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে, প্রমাণের সম্বন্ধে প্রসিকিউটারের বাস্তব এ্যাসেসমেন্ট, যার মধ্যে থাকবে প্রতিবাদীর সব কৈফিয়তের প্রভাব এবং অন্য যেসব তথ্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি এগিয়ে দিয়েছে অথবা যেগুলির ওপর সে নির্ভর করবে। এর মানে হচ্ছে যে সঠিক ভাবে নির্দেশপ্রাপ্ত ও আইন অনুযায়ী কাজ করছে এরকম একটি বস্তুনিষ্ঠ জুরী অথবা ম্যাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চ অথবা একা এই মামলাটা শুনে একজন জাজের, অভিযোগের চার্জে প্রতিবাদীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা বেশী ছাড়া কম হবে না। ফৌজদারী আদালত যে পরীক্ষাটা করে সেটার থেকে এটা আলাদা। একটা আদালত শুধু তখনই অপরাধী সাব্যস্ত করবে যদি তারা নিশ্চিত হয় যে প্রতিবাদী হচ্ছে অপরাধী।

4.8. প্রসিকিউট করার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিনা তা স্থির করার সময়, প্রসিকিউটারদের নিচের প্রশ্নটা নিজেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত:

এই প্রমাণ কি আদালতে ব্যবহার করা যাবে?

প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে কিছু বিশেষ প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আছে কিনা। এটা করার সময়, প্রসিকিউটারদের এ্যাসেস করে দেখা উচিত:

- সেই প্রমাণকে আদালতের গ্রহণযোগ্য নয় বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা; এবং
- সর্বমোট প্রমাণের তুলনায় এই প্রমাণের গুরুত্ব।

এই প্রমাণ কি নির্ভরযোগ্য?

প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করা উচিত যে সঠিক হওয়া ও সততা সমেত সেই প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতাকে প্রশ্ন করার মত কোন কারণ আছে কিনা।

এই প্রমাণ কি বিশ্বাসযোগ্য?

প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করা উচিত যে সেই প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্ন করার মত কোন কারণ আছে কিনা।

এমন আর কোন জিনিষ আছে কিনা যা সেই প্রমাণের যথোপযুক্ততার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে?

এই পর্যায়ে এবং মামলার পুরো সময়টা জুড়ে, প্রসিকিউটারদের অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে যে এমন কোন জিনিষ আছে কিনা যা সেই প্রমাণের যথোপযুক্ততার এ্যাসেসমেন্টের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর মধ্যে থাকবে পুলিশের কাছে থাকা পরীক্ষা করা ও পরীক্ষা না করা জিনিষ, এবং আরও তদন্তের সঙ্গত দিকগুলির মাধ্যমে পাওয়া জিনিষ।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পর্যায়

4.9. যেসব ক্ষেত্রে, প্রসিকিউট করার মত অথবা আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজাল দিতে চাওয়ার মত যথেষ্ট যুক্তি আছে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রসিকিউটারদের তারপরে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে জনসাধারণের স্বার্থে প্রসিকিউট করার কোন দরকার আছে কিনা।

4.10. প্রমাণ সংক্রান্ত পর্যায়ের প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারলেই যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রসিকিউশন করা হবে সেরকম নিয়ম কখনই ছিল না। সাধারণতঃ, একটা প্রসিকিউশন করা হবে যদি না প্রসিকিউটার সন্তুষ্ট হয় যে প্রসিকিউশনের জন্য জনসাধারণের স্বার্থের বিপক্ষে থাকা কারণগুলির মূল্য প্রসিকিউশনের পক্ষে থাকা কারণগুলির থেকে বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রসিকিউটার হয়ত সন্তুষ্ট হবে যে প্রসিকিউট করার বদলে, অপরাধীকে একটা আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজালের মাধ্যমে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ দিতে চাইলে তা জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ভাল হবে।

4.11. জনসাধারণের স্বার্থের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, নিচের ৪.১৪ অনুচ্ছেদের ক) থেকে ছ)-তে বলে দেওয়া প্রতিটি প্রশ্ন প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করে দেখা উচিত, যাতে জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ও বিপক্ষে থাকা প্রাসঙ্গিক কারণগুলি শনাক্ত ও স্থির করা যায়। এই কারণগুলি, এবং তার সাথে ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ ও নীতিতে বলে দেওয়া জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত কারণগুলি, প্রসিকিউটারদের, জনসাধারণের স্বার্থের বিষয়ে একটা সর্বমোট এ্যাসেসমেন্ট করতে দেবে।

4.12. প্রসিকিউট করার পক্ষে ও বিপক্ষে ৪.১৪ অনুচ্ছেদের ক) থেকে ছ)-এর প্রতিটি প্রশ্নের নিচে দেওয়া ব্যাখ্যা সেই প্রশ্নটির সম্বন্ধে বিবেচনা করার ও সেটা জনসাধারণের স্বার্থে প্রসিকিউশন করার পক্ষে না বিপক্ষে তা স্থির করার সময় প্রসিকিউটারদের নির্দেশ দেয়। যে প্রশ্নগুলিকে শনাক্ত করা হয়েছে সেগুলিই সব প্রশ্ন নয়, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হবে না। প্রতিটি প্রশ্নকে এবং শনাক্ত করা কারণগুলিকে একটা করে যে মূল্য দেওয়া হবে, প্রতিটি মামলার তথ্য এবং বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সেগুলির মধ্যে তফাৎ থাকবে।

4.13. এটা খুবই সম্ভব যে জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত একটা কারণের মূল্যই হয়ত অন্য দিকে ঝুঁকে থাকা অন্যান্য কিছু কারণের থেকে বেশী হতে পারে| যদিও কোন একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত কারণগুলি হয়ত প্রসিকিউশনের বিরুদ্ধে ঝুঁকতে পারে, তবুও প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করে দেখতে হবে যে একটা প্রসিকিউশন করা হবে কিনা এবং যখন শাস্তি দেওয়া হবে তখন সেই কারণগুলি আদালতের কাছে বিবেচনা করার জন্য দাখিল করা হবে|

4.14. নিচের প্রতিটি প্রশ্ন প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করে দেখা উচিত|

ক) যে অপরাধটা করা হয়েছে সেটা কতটা গুরুতর?

- অপরাধটা যত গুরুতর হবে, তত বেশী একটা প্রসিকিউশন করার দরকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে|
- কোন অপরাধের গুরুত্ব নির্ধারণ করার সময়, সন্দেহভাজন ব্যক্তি কতটা দায়ী ও যা ক্ষতি হয়েছে, তা প্রসিকিউটারদের নিজেদের প্রশ্ন খ) ও গ) জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত|

খ) সন্দেহভাজন ব্যক্তির দায়িত্বের পরিমাণ কতটা?

- সন্দেহভাজন ব্যক্তির দায়িত্বের পরিমাণ যত বেশী হবে, প্রসিকিউশন করার দরকার হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশী থাকে|
- নিচের জিনিষগুলি সম্ভবতঃ দায়িত্ব নির্ধারণ করবে:

  i. সন্দেহভাজন ব্যক্তির জড়িত হওয়ার পর্যায়;

  ii. এই অপরাধ কতটা পূর্ব-পরিকল্পিত এবং / অথবা পরিকল্পিত ছিল;

  iii. অপরাধমূলক আচরণের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি কতটা লাভ করেছে;

  iv. সন্দেহভাজন ব্যক্তির আগের ফৌজদারী কন্ভিকশন এবং / অথবা আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজাল হয়েছিল কিনা এবং জামিনের আওতায় থাকাকালীন অথবা কোর্ট অর্ডারের আওতায় থাকাকালীন কোন অপরাধ করেছিল কিনা;

  v. এই অপরাধ কি চালিয়ে যাওয়া হবে, বার বার করা হবে অথবা বেড়ে যাবে;

  vi. সন্দেহভাজন ব্যক্তির বয়স এবং সে কতটা পরিণত (নিচের ঘ অনুচ্ছেদ দেখবেন)|

- একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির দায়িত্ব অনেকটা কম হবে যদি সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়ে থাকে, জোর করা হয়ে থাকে অথবা স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, বিশেষ করে সে এমন একটা অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত যেটা তার অপরাধ সংশ্লিষ্ট|
- তাছাড়াও, সন্দেহভাজন ব্যক্তির কোন গুরুতর মানসিক শারীরিক অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধিত্ব আছে কিনা বা অপরাধ করার সময় তা ছিল কিনা সেটা প্রসিকিউটারদের হিসাবের মধ্যে নিতে হবে, কারণ কোন কোন পরিস্থিতিতে এর মানে হতে পারে যে প্রসিকিউশনের দরকার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে| তবে, প্রসিকিউটারদের এটাও বিবেচনা করতে হবে যে অপরাধটা কত গুরুতর ছিল, সন্দেহভাজন ব্যক্তি আবার অপরাধ করতে পারে কিনা এবং জনসাধারণকে অথবা এরকম লোকদের যারা সেবা দিচ্ছেন তাদের সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন|

গ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কিরকম ক্ষতি হয়েছে এবং তার পরিস্থিতি কি ছিল?

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিস্থিতি হচ্ছে খুব বেশী রকমের প্রাসঙ্গিক| ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিস্থিতি যত দুর্বল হবে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যত বেশী দুর্বল বলে মনে হবে, একটা প্রসিকিউশন করার দরকার হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশী থাকবে|

- যে ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আস্থা বা কর্তৃত্বের একটা সম্পর্ক থাকে তা এর মধ্যে রয়েছে।

- তাছাড়াও একটা প্রসিকিউশনের সম্ভাবনা আরও বেশী থাকে যদি সেই অপরাধটা একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন একটা সময়ে করা হয় যখন সেই ব্যক্তি জনসাধারণের সেবা করছে।

- একটা প্রসিকিউশনের দরকার হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশী থাকে যদি সেই অপরাধের প্রেরণা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রকৃত বা ধরে নেওয়া জাতি বা রাষ্ট্রীয় উৎস, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিত্ব, বয়স, ধর্ম বা বিশ্বাস, যৌন প্রবৃত্তি বা লিঙ্গ পরিচিতি হয়; অথবা এই সব বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে, সন্দেহজনক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাকে ব্যবহার করে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে।

- তাছাড়াও, প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করে দেখা দরকার যে কোন প্রসিকিউশন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা। তাদের সবসময় সেই অপরাধের গুরুত্ব, বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে কিনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অংশগ্রহণ করা ছাড়াই প্রসিকিউট করার সম্ভাবনা বিবেচনা করতে হবে।

- এই অপরাধের যেরকম প্রভাব পড়েছে সে বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে মতামত প্রকাশ করবে তা প্রসিকিউটারদের হিসাবের মধ্যে নেওয়া উচিত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, এর মধ্যে হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মতামতও থাকতে পারে।

- সলিসিটাররা যে ভাবে তাদের মক্কেলের হয়ে কাজ করে, সেই রকম ভাবে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের জন্য কাজ করে না, এবং জনসাধারণের স্বার্থের ব্যাপারে প্রসিকিটারদের একটা সর্বমিলিত দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে।

ঘ) এই অপরাধ করার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তির বয়স কত ছিল এবং সে কতটা পরিণত ছিল?

- অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থায়, প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের তুলনায় বাচ্চা ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে আলাদা ভাবে কাজ করা হয় এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তি যদি ১৮ বছরের কম বয়সী কোন বাচ্চা বা অল্পবয়সী ছেলে বা মেয়ে হয়, তাহলে তার বয়সের ওপর অবশ্যই বেশী রকম গুরুত্ব দিতে হবে।

- বাচ্চা অথবা অল্পবয়সী ছেলে বা মেয়ের স্বার্থের পক্ষে যা সবচেয়ে ভাল তা ও তার কল্যাণের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে যে প্রসিকিউট করলে তা তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা এবং এটা তার অপরাধ অনুপাতে অত্যধিক হবে কিনা।

- অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের বিচার ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে প্রসিকিউটারদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাচ্চা ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আবার অপরাধ করা প্রতিরোধ করা। তাছাড়াও, ইউনাইটেড নেশনস ১৯৮৯ কনেভনশন অন দা রাইটস অভ দা চাইল্ড-এর আওতায় থাকা বাধ্যতামূলক জিনিষগুলির সম্বন্ধে প্রসিকিউটারদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

- সন্দেহভাজন ব্যক্তি কতটা পরিণত এবং তার সাথে তার কালানুক্রমিক বয়সের কথা প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করা উচিত, কারণ কম বয়সের প্রাপ্তবয়স্ক লোকরা কুড়ি থেকে তিরিশের মাঝামাঝি পর্যন্ত পরিণত হতে থাকে।

- শুরু করার জায়গা হচ্ছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বয়স যত কম, প্রসিকিউশনের প্রয়োজন তত কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- তবে, এমন কোন পরিস্থিতি হতে পারে তার মানে হবে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের কম অথবা তার পরিণত না হওয়া নির্বিশেষে, তাকে প্রসিকিউট করাটা জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ভাল হবে। এর মধ্যে রয়েছে যে ক্ষেত্রে:

i. যে অপরাধ করা হয়েছে তা গুরুতর;

ii. এই সন্দেহভাজন ব্যক্তির আগেকার রেকর্ড জানাচ্ছে যে প্রসিকিউশন করা ছাড়া কোন উপযুক্ত বিকল্প নেই; এবং

iii. স্বীকার না করার মানে হচ্ছে যে আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজাল যা এই অপরাধমূলক আচরণের বিরুদ্ধে হয়ত ব্যবস্থা নিতে পারত, সেটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

ঙ) সমাজের ওপর কি প্রভাব পড়বে?

- সমাজের ওপর এই অপরাধের প্রভাবটা যত বেশী হবে, প্রসিকিউশনের প্রয়োজনটা তত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- একটা সমাজে কোন একটা অপরাধের ব্যাপকতা থাকলে সেটা সেই সমাজের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে, এবং এটা সেই অপরাধের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়।
- সমাজ বলতে তা শুধু একটা এলাকার মধ্যে থাকা সমাজের বর্ণনার মধ্যে সীমিত নয় এবং সেটা হয়ত কোন পেশাদারী গোষ্ঠী সমেত কিছু একই রকমের বৈশিষ্ট্য, অভিজ্ঞতা বা পটভূমিকার লোকও হতে পারে।
- একটা কমিউনিটি ইম্প্যাক্ট স্টেটমেন্টের মাধ্যমে একটা সমাজের ওপর প্রভাবের প্রমাণ যোগাড় করা যাবে।

চ) প্রসিকিউশন কি অপরাধ অনুপাতে উপযুক্ত উত্তর?

- সম্ভাব্য ফলাফল অনুপাতে প্রসিকিউশন উপযুক্ত কিনা তা বিবেচনা করার সময় নিচের জিনিষগুলি প্রাসঙ্গিক হতে পারে:

  i. ক্রাউন প্রসিকিউশনস সার্ভিসের ও আরও ব্যাপক অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থার খরচ, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য শাস্তির তুলনায় এটাকে অত্যধিক বলে মনে করা হতে পারে। শুধু এই কারণের ভিত্তিতে প্রসিকিউটারদের জনসাধারণের স্বার্থের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। তাছাড়াও, এটা অত্যাবশ্যক যে ৪.১৪ অনুচ্ছেদের ক) থেকে ছ)-তে বলে দেওয়া অন্যান্য প্রশ্নগুলির কথা বিবেচনা করার সময় জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত জিনিষগুলির ওপর যেন মনোযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু সব মিলিয়ে জনসাধারণের স্বার্থ নির্ধারণ করার সময় খরচটা একটা প্রাসঙ্গিক জিনিষ হবে।

  ii. কার্যকরী ভাবে মামলার নিয়ন্ত্রণ করার নীতি অনুযায়ী ঘটনাগুলির প্রসিকিউশন করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, যে মামলায় কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি জড়িত আছে, সে ক্ষেত্রে অত্যধিক লম্বা ও জটিল মামলা এড়ানোর উদ্দেশ্যে, প্রসিকিউশন হয়ত প্রধান অংশগ্রহণকারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হতে পারে।

ছ) তথ্যের উৎসদের কি সুরক্ষিত রাখা দরকার?

- যেসব ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত রেহাই পাওয়া প্রযোজ্য হয় না, সেই সব ক্ষেত্রে প্রসিকিউশনের ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ সকলের সামনে তথ্য প্রকাশ করার দরকার হতে পারে যা হয়ত তথ্যের উৎস, চলমান তদন্ত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অথবা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ক্ষতি করতে পারে। এটা অত্যাবশ্যক যে এই ধরনের মামলাগুলি সমানে পর্যালোচনার মধ্যে রাখতে হবে।

থ্রেশোল্ড টেস্ট

5.1. সীমিত সংখ্যক পরিস্থিতিতে, যেখানে ফুল কোড টেস্ট মেটানো যাচ্ছে না, সেখানে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চার্জ করার জন্য একটা থ্রেশোল্ড টেস্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবিলম্বে চার্জ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেই মামলার পরিস্থিতির গুরুত্ব অবশ্যই যুক্তিসম্পন্ন হতে হবে, এবং জামিনের ব্যাপারে আপত্তি করার জন্য ভাল রকম কারণ থাকতে হবে।

5.2. থ্রেশোল্ড টেস্টের পাঁচটি শর্তকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করে দেখতে হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে শুধু প্রয়োজন হলে তবেই এটা প্রয়োগ করা হবে এবং মামলাগুলিতে যাতে সময়ের আগেই চার্জ করা না হয়। থ্রেশোল্ড টেস্ট প্রয়োগ করার আগে, পাঁচটি শর্তের সবগুলিই মেটাতে হবে। যদি কোন শর্ত না মেটানো যায়, তাহলে অন্য শর্তগুলির কোনটার সম্বন্ধেই বিবেচনা করার দরকার হবে না, কারণ থ্রেশোল্ড টেস্ট প্রয়োগ করা যাবে না এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চার্জ করা যাবে না।

প্রথম শর্ত – যে ব্যক্তিকে চার্জ করা হবে সে এই অপরাধটা করেছে বলে সন্দেহ করার জন্য সঙ্গত কারণ আছে।

5.3. প্রমাণের একটা বিষয়ভিত্তিক এ্যাসেসমেন্ট করার পরে প্রসিকিউটারদের অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে যাকে চার্জ করা হবে সে এই অপরাধটা করেছে বলে সন্দেহ করার জন্য সঙ্গত কারণ আছে। এই এ্যাসেসমেন্টে অবশ্যই, প্রতিবাদীর সব কৈফিয়ৎ অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তি যে তথ্য জানিয়েছে অথবা যেগুলির ওপর তারা হয়ত নির্ভর করতে পারে, বিবেচনা করতে হবে।

5.4. সন্দেহ করার জন্য সঙ্গত কারণ আছে কিনা তা স্থির করার সময়, প্রসিকিউটারদের অবশ্যই সব জিনিষ ও তথ্য বিবেচনা করে দেখতে হবে, তা সে প্রমাণের আকারে হোক বা অন্য আকারেই হোক। প্রসিকিউটারদের অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে এই পর্যায়ে যেসব জিনিষের ওপর নির্ভর করা হচ্ছে সেগুলি যেন:

- আদালতে দাখিল করার জন্য একটা গ্রহণযোগ্য আকারে তৈরী করা যায়;
- নির্ভরযোগ্য; এবং
- বিশ্বাসযোগ্য।

দ্বিতীয় শর্ত – কনিভকশনের একটা বাস্তবিক সম্ভাবনা দেওয়ার জন্য আরও প্রমাণ যোগাড় করা যাবে।

5.5. প্রসিকিউটারদের অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে তদন্ত চালিয়ে গেলে সেটা একটা সঙ্গত সময়ের মধ্যে আরও প্রমাণ দিতে পারবে, যাতে যেসব জিনিষ কোন বিশেষ সন্দেহভাজন ব্যক্তির থেকে দূরে ইঙ্গিত করছে ও একই সাথে তার দিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছে সেগুলি সমেত, সব প্রমাণ যখন একসাথে বিবেচনা করা হবে, তখন এটা ফুল কোড টেস্ট অনুসারে কনিভকশনের একটা বাস্তবিক সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

5.6. সম্ভাব্য আরও প্রমাণ অবশ্যই শনাক্ত করতে হবে এবং সেগুলি শুধুমাত্র ভবিষ্যৎকল্পনা হতে পারবে না।

5.7. এই সিদ্ধান্তে আসতে প্রসিকিউটারদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে:

- সব সম্ভাব্য প্রমাণের ধরন, ব্যাপ্তি, ও গ্রহণযোগ্যতা এবং এই মামলার ওপর এর যে প্রভাব পড়বে;
- এই প্রমাণের সবটা যেসব চার্জে সহায়তা করবে;
- এই প্রমাণ কেন ইতিমধ্যেই না পাওয়া কারণ;
- বিচারের অপেক্ষায় আটকে রাখার সময়ের মধ্যে এগুলি পাওয়া যাবে কিনা সে সমেত আরও প্রমাণ যোগাড় করতে যে সময় দরকার হবে; এবং
- সব পরিস্থিতিতে ফুল কোড টেস্টটা প্রয়োগ করতে দেরী হওয়াটা সঙ্গত কিনা।

তৃতীয় শর্ত — এই মামলার গুরুত্ব অথবা এর পরিস্থিতিতে, অবিলম্বে চার্জ করার সিদ্ধান্তটা যুক্তিসম্মত

5.8. অভিযোগ করা অপরাধ সংশ্লিষ্ট এই মামলার গুরুত্ব ও পরিস্থিতি এ্যাসেস করে দেখা উচিত এবং জামিন দেওয়ার ঝুঁকির স্তরের সাথে এটার যোগ থাকা উচিত|

চতুর্থ শর্ত — বেইল এ্যাক্ট ১৯৭৬ অনুসারে জামিন দেওয়ার সম্বন্ধে আপত্তি জানানোর বেশী রকম কারণ রয়ে গেছে এবং এই মামলার সব পরিস্থিতিতে এটা করা সঠিক

5.9. এই সিদ্ধান্তটা অবশ্যই একটা সঠিক রিস্ক এ্যাসেসমেন্টের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে| এই রিস্ক এ্যাসেসমেন্টে দেখা গেছে যে এই সন্দেহভাজন ব্যক্তি জামিন পাওয়ার উপযুক্ত নয়, এমন কি প্রচুর শর্তাবলী থাকলেও| যেমন, একজন সন্দেহভাজন বিপজ্জনক ব্যক্তি, যার কাছ থেকে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা জনসাধারণের ক্ষতি হওয়ার গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে, অথবা একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি যার ফেরার হওয়ার অথবা সাক্ষীদের সাথে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করা| জামিনে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ঝুঁকি থাকার সম্বন্ধে অন্যায্য ও অসমর্থিত ভাবে দাবি করা হলে, মনোযোগ দিয়ে অনুসন্ধান না করে, তা প্রসিকিউটারদের মেনে নেওয়া উচিত নয়|

পঞ্চম শর্ত — সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চার্জ করাটা জনসাধারনের স্বার্থের পক্ষে ভাল|

5.10. সেই সময়ে যা তথ্য পাওয়া যাবে তার ওপর ভিত্তি করে প্রসিকিউটারদের অবশ্যই ফুল কোড টেস্টের জনসাধারনের স্বার্থ সংক্রান্ত পর্যায়টা প্রয়োগ করতে হবে|

থ্রেশোল্ড টেস্টের পুনর্বিচার করা

5.11. থ্রেশোল্ড টেস্ট অনুসারে চার্জ করার সিদ্ধান্ত নিলে সেটার অবশ্যই পুনর্বিচার করা চালিয়ে যেতে হবে| একমত হওয়া টাইম টেবল অনুযায়ী শনাক্ত করা বাকি থাকা প্রমাণ অথবা অন্যান্য জিনিষ পুলিশের কাছ থেকে যোগাড় করার ব্যাপারে প্রসিকিউটারকে সক্রিয় হতে হবে| প্রমাণগুলি অবশ্যই নিয়মিত ভাবে এ্যাসেস করে দেখতে হবে, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে চার্জটা তখনও উপযুক্ত রয়েছে এবং জামিনের জন্য আপত্তি করা চালিয়ে যাওয়াটা যুক্তিপূর্ণ হবে| আরও যে প্রমাণ বা জিনিষ আশা করা হচ্ছে তা পাওয়া মাত্রই ফুল কোড টেস্টটা অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে এবং যাই হোক না কেন, সাধারণতঃ প্রসিকিউশনের মামলা রীতিগত ভাবে সার্ভ করার আগে এটা করতে হবে|

চার্জ বেছে নেওয়া

6.1. প্রসিকিউটারদের চার্জ বেছে নেওয়া উচিত যেগুলি:

- অপরাধ কতটা গুরুতর ও সেটার গুরুত্ব প্রতিবিম্বিত করে;
- আদালতকে, শাস্তি দেওয়ার ও কনিভকশনের পরে উপযুক্ত অর্ডার দিতে পারার মত যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়;
- যে ক্ষেত্রে কোন ফৌজদারী আচরণের থেকে প্রতিবাদীর লাভ হয়েছে, সেরকম উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করার অর্ডার দিতে দেবে; এবং
- এই মামলাটিকে একটা পরিষ্কার ও সহজ ভাবে পেশ করতে দেবে।

6.2. এর মানে হচ্ছে যে যেখানে বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে, সেখানে প্রসিকিউটাররা হয়ত সবসময় সবচেয়ে গুরুতর চার্জটা বেছে নেবে না, বা সেটা চালিয়ে যাবে না, যদি কোন কম গুরুতর চার্জ বেছে নিলে ন্যায়বিচারের স্বার্থ মেটানো যায়।

6.3. প্রতিবাদীকে কয়েকটা চার্জে অপরাধ স্বীকার করায় শুধু উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রসিকিউটারদের কখনও প্রয়োজনের তুলনায় বেশী চার্জের ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। একই ভাবে, প্রতিবাদীকে শুধু একটা কম গুরুতর চার্জে অপরাধ স্বীকার করায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রসিকিউটারদের কখনও একটা বেশী গুরুতর চার্জের ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

6.4. মামলাটা কোথায় শোনা হবে সে বিষয়ে শুধু আদালত বা প্রতিবাদীর সিদ্ধান্তের কারণে প্রসিকিউটারদের চার্জের পরিবর্তন করা উচিত নয়।

6.5. চার্জ করার পরে মামলাটা এগিয়ে চলার সঙ্গে একই সাথে পরিস্থিতির কোন প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন প্রসিকিউটারদের হিসাবের মধ্যে নিতে হবে।

আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজাল

7.1. প্রসিকিউশনের বদলে একটা আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজাল করা হতে পারে যদি সেই অপরাধীর ক্ষেত্রে এবং / অথবা সেই অপরাধের গুরুত্ব ও ফলাফলের পক্ষে সেটা উপযুক্ত হয়।

7.2. কোন আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজালের সম্বন্ধে যদি পরামর্শ দিতে বা অনুমতি দিতে বলা হয়, তাহলে প্রসিকিউটারদের অবশ্যই সব প্রাসঙ্গিক নির্দেশ মেনে চলতে হবে এবং এগুলির মধ্যে থাকবে সব উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা, একটা শাস্তিমূলক বা দেওয়ানি সাজা, অথবা অন্যান্য ডিসপোজাল। তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে নির্দিষ্ট আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজালের জন্য প্রমাণের উপযুক্ত মান যেন মেটানো হয়, যার মধ্যে থাকবে, যে ক্ষেত্রে দরকার সে ক্ষেত্রে, স্পষ্ট ভাবে অপরাধ স্বীকার করা, এবং এরকম ডিসপোজাল করলে সঠিক ভাবে জনসাধারণের স্বার্থসিদ্ধি হওয়া।

যে আদালতে বিচার হবে

8.1. প্রতিবাদীদের কোথায় বিচার করা হবে সে বিষয়ে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে তথ্য জমা দেওয়া হবে, তখন প্রসিকিউটারদের অবশ্যই শাস্তি ও স্থান নির্দেশের নির্দেশিকাগুলি হিসাবের মধ্যে নিতে হবে।

8.2. তাড়াতাড়ি হওয়াটা একটা মামলাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে রেখে দেওয়ার অনুরোধ করার একমাত্র কারণ অবশ্যই হতে পারবে না। কিন্তু ক্রাউন কোর্টে কোন মামলা পাঠানো হলে তাতে সম্ভাব্য দেরী হওয়ার প্রভাব কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর ওপর কি হতে পারে সেটা সমেত এই সম্ভাব্য দেরীর প্রভাব প্রসিকিউটারদের বিবেচনা করে দেখা উচিত।

8.3. প্রসিকিউটারদের খেয়াল রাখা উচিত যে যদি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার হয়, তাহলে এগুলি শুধুমাত্র ক্রাউন কোর্টে করতে পারা যাবে। যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সে ক্ষেত্রে, এই উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করা হবে।

যেসব মামলায় কোন বাচ্চা অথবা অল্পবয়স্ক ছেলে বা মেয়ে জড়িত থাকে, সেই মামলার বিচারের জায়গা

8.4. প্রসিকিউটারদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বাচ্চা ও অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের (১৮ বছরের কম বয়সের) যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে ইউথ কোর্টে বিচার করতে হবে। তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলি মেটানোর পক্ষে এই কোর্টটা সবচেয়ে ভাল। সবচেয়ে গুরুতর মামলাগুলির জন্য অথবা যে ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাচ্চা অথবা অল্পবয়স্ক ছেলে বা মেয়েটির একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে যৌথ ভাবে বিচার করা দরকার হবে, সেই সব ক্ষেত্রের জন্য ক্রাউন কোর্টে সেই বাচ্চা অথবা অল্পবয়স্ক ছেলে বা মেয়েটির বিচার করা সংরক্ষিত রাখতে হবে।

অপরাধ স্বীকার করাটা মেনে নেওয়া

9.1. প্রতিবাদী হয়ত কিছু চার্জের জন্য আদালতে অপরাধ স্বীকার করতে চাইবে, কিন্তু সব চার্জের জন্য নয়। তা নাহলে, তারা হয়ত একটা অন্য, সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর, চার্জের জন্য আদালতে অপরাধ স্বীকার করতে চাইবে, কারণ তারা শুধুমাত্র এই অপরাধের একটা অংশ স্বীকার করছে।

9.2. প্রসিকিউটাররা শুধু তখনই অপরাধ স্বীকার করাটা মেনে নেবে যদি:

- আদালত এই অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারে, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে এটাতে অবস্থার অবনতি করার মত আরও গুরুতর কিছু রয়েছে;
- উপযুক্ত ক্ষেত্রে এটস আদালতকে একটা বাজেয়াপ্ত করার অর্ডার দিতে দেয়, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে অপরাধী তার আপরাধমূলক আচরণের থেকে লাভ করেছে; এবং
- এটা আদালতকে অন্যান্য আনুষঙ্গিক অর্ডার দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে কিছু অপরাধের জন্য এগুলি দেওয়া যাবে কিন্তু অন্য অপরাধের জন্য নয়।

9.3. যেসব আদালতে দেওয়া আবেদন প্রতিবাদীকে আইনগত সর্বনিম্ন শাস্তি দেওয়া এড়াতে দেবে, সেগুলি বিবেচনা করে দেখার সময় অবশ্যই বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

9.4. শুধুমাত্র সেটা সুবিধাজনক বলে প্রসিকিউটাররা অবশ্যই কোন অপরাধ স্বীকার করা মেনে নিতে পারবে না।

9.5. আদালতে যে নিবেদন করা হয়েছে সেটা গ্রহণযোগ্য কিনা তা বিবেচনা করার সময়, এবং এই নিবেদনটা মেনে নেওয়া জনসাধারণের স্বার্থে ভাল কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, প্রসিকিউটারদের নিশ্চিত করা উচিত যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির স্বার্থ, এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে, তার মতামত, অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের মতামত যেন বিবেচনার মধ্যে নেওয়া হয়। তবে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে প্রসিকিউটারের ওপর।

9.6. আদালতের কাছে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে কি ভিত্তিতে এই নিবেদনটা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে ও মেনে নেওয়া হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদী চার্জগুলির জন্য অপরাধ স্বীকার করে আবেদন করে, কিন্তু তার ভিত্তি হচ্ছে যে ঘটনার তথ্য হচ্ছে প্রসিকিউশনের মামলার থেকে আলাদা, এবং যে ক্ষেত্রে এটা হয়ত শাস্তির ওপর গুরুতর ভাবে প্রভাব ফেলবে, তাহলে কি ঘটেছিল সে বিষয়ে সাক্ষ্য শোনার জন্য আদালতকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত, এবং তারপরে সেগুলির ভিত্তিতে শাস্তি দেওয়া উচিত।

9.7. যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিবাদী আগে ইঙ্গিত করেছে সে আদালতকে বলবে শাস্তি দেওয়ার সময় একটা অপরাধ বিবেচনার মধ্যে নিতে, তারপরে আদালতের সামনে সেই অপরাধটা স্বীকার করতে অস্বীকার করে, তাহলে প্রসিকিউটাররা বিবেচনা করে দেখবে যে সেই অপরাধের জন্য প্রসিকিউট করার দরকার হবে কিনা। প্রসিকিউটারদের প্রতিবাদীর এ্যাডেভোকেটকে ও আদালতকে বুঝিয়ে বলা উচিত যে সেই অপরাধের জন্য প্রসিকিউট করা হবে কিনা তা, যে ক্ষেত্রে সম্ভব সে ক্ষেত্রে, পুলিশ অথবা অন্যান্য তদন্তকারীদের সাথে পরামর্শ করে আবার পুনর্বিচার করে দেখা হবে।

প্রসিকিউশনের সিদ্ধান্ত আবার বিবেচনা করে দেখা

10.1. ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের নেওয়া সিদ্ধান্তের ওপর লোকের নির্ভর করতে পারা উচিত। সাধারণতঃ, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস যদি সন্দেহজনক ব্যক্তি বা প্রতিবাদীকে বলে যে প্রসিকিউট করা হবে না, অথবা প্রসিকিউশনটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেই মামলাটা আবার শুরু করা হবে না। কিন্তু কখনও কখনও কিছু মামলা থাকে যে ক্ষেত্রে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রসিকিউট না করার সিদ্ধান্ত উল্টে দেবে অথবা আউট-অভ-কোর্ট ডিসপোজালের মাধ্যমে মামলার সমাধান করবে, অথবা কবে তারা আবার প্রসিকিউশনটা শুরু করবে, বিশেষ করে মামলাটা যদি গুরুতর হয়।

10.2. এই মামলাগুলির মধ্যে আছে: যেসব মামলায় প্রথম সিদ্ধান্তের আবার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে সেই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এবং অপরাধীদের বিচার ব্যবস্থায় আস্থা বজায় রাখার জন্য, আগের সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও, প্রসিকিউট করা উচিত হবে।

- যেসব মামলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে মোটামুটি অদূর ভবিষ্যতে আরও যে প্রমাণ পাওয়ার আশা করা হচ্ছে, তা সংগ্রহ ও তৈরী করা যায়। এই সব ক্ষেত্রে, সেই প্রসিকিউটার প্রতিবাদীকে জানিয়ে দেবে যে এই প্রসিকিউশন হয়ত আবার শুরু করা হতে পারে;
- যেসব ক্ষেত্রে প্রসিকিউট করা হয়নি অথবা প্রমাণের অভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পরে পাওয়া গেছে; এবং
- যেসব ক্ষেত্রে কোন মৃত্যু জড়িত আছে এবং একটা ইন্কোয়েস্টের রায়ের পরে পুনর্বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্রসিকিউট না করার জন্য আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও, একটা প্রসিকিউশন আনা উচিত।

10.3. কোন প্রসিকিউশন শুরু না করা অথবা কোন প্রসিকিউশন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের কিছু বিশেষ সিদ্ধান্তের বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা হয়ত রাইট টু রিভিউ স্কীম অনুযায়ী পুনর্বিচার করে দেখা চাইতে পারে।

বিকল্প আকার

www.cps.gov.uk ঠিকানায় এই প্রকাশণাটি ওয়েলশ ভাষায় এবং একটা সহজ পাঠ্য সংস্করণে পাওয়া যাবে। বিকল্প আকারে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের কোন প্রকাশণা পাওয়ার সম্বন্ধে তথ্যের জন্য, দয়া করে যোগাযোগ করবেন:

enquiries@cps.gov.uk

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের সম্বন্ধে

ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর ফৌজদারী আদালতের বেশীর ভাগ মামলার প্রসিকিউশন করা হচ্ছে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের দায়িত্ব। ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনস এদের নেতৃত্ব দেয় এবং এরা পুলিশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান করা ব্যাপারগুলির সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে কাজ করে। আরও গুরুতর অথবা জটিল ব্যাপারগুলিতে উপযুক্ত চার্জের সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের দায়িত্ব এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীদের তথ্য, সাহায্য ও সহায়তা দেয়।

cps.gov.uk

@cpsuk

কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটারস

৮ম সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৮

ক্রাউন কপিরাইট